দৈনিক
ইত্তেফাক

12 DEC 2005

দেশে কওমী মাদ্রাসা ২০ হাজার ॥ শিক্ষার্থী ৫০ লাখ ॥ দ্বীনি সমাজ গঠনই লক্ষ্য

॥ মোড়ল নজরুল ইসলাম ॥

দেশে বর্তমানে ছোট-বড় মিলিয়ে অন্ততঃ ২০ হাজার কওমী মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় ছাত্রসংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ। অতিসম্প্রতি কওমী মাদ্রাসায় মহিলাদের জন্য পৃথক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। দেশব্যাপী গড়ে ওঠা এসব কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষার্থীদের কোরআন-হাদীসের শিক্ষায় পারদর্শী করে দ্বীন ইসলাম কায়েম ও ইসলামী (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

দেশে কওমী মাদ্রাসা

(প্রথম পৃঃ পর)

সমাজ গঠন মূল লক্ষ্য। এসব মাদ্রাসায় এবতেদায়ী আওয়াল ক্লাস থেকে শুরু করে আরবী শিক্ষার সর্বোচ্চ ডিগ্রী টাইটেলে সমতুল্য তাকমীল ডিগ্রী পর্যন্ত পড়ানো হয়। এছাড়া ইসলামী শাসন ও ইসলামী আইন শাস্ত্রের ওপর উচ্চতর শিক্ষা, কোরআন ও হাদীস শরীফের তাফসীর ও সর্বোচ্চ শিক্ষাসহ বিভিন্ন দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজী, অংক ও ক্ষেত্রবিশেষে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। তবে মূল লক্ষ্য কোরআন ও হাদীসের শিক্ষার প্রসারের মাধ্যমে দ্বীন কায়েম করা। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নামের একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে দেশের সকল কওমী মাদ্রাসা পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব মাদ্রাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারী কোন সাহায্য-সহযোগিতা, অনুদান নেয়া হয় না। দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের সহযোগিতায় এসব মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে ইসলামী দেশসমূহের কিছু কিছু সাহায্য আসে বলেও জানা যায়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে তৎকালীন পাক-ভারত উপমহাদেশে শুরু হওয়া কওমী মাদ্রাসার রয়েছে শতবর্ষেরও বেশী সময়ের গৌরবময় ঐতিহ্য। এই উপমহাদেশে প্রথম কওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের দেওবন্দে শতবর্ষ আগে। দেওবন্দের কওমী মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা মোহাম্মদ কাসেম নানোতুবি। এই মাদ্রাসার রয়েছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস। কওমী মাদ্রাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শাইখুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রাখার জন্য ৩ বছর কারাবরণ করেন। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম হাটহাজারী মাদ্রাসা, লালবাগ মাদ্রাসাসহ অনেক মাদ্রাসা অত্যন্ত প্রাচীন এবং দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে আসছে। এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থিগণ কোরআন-হাদীসে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিয়ে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দ্বীনের দাওয়াত ও ইসলামী শিক্ষার প্রসারে কাজ করে থাকেন বলে আলেমগণ জানান। সরকারী চাকরি, সরকারি অনুদান, এমপিওভুক্তি এসব মাদ্রাসার দাবি নয়। তবে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অন্যতম ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মুফতী ফজলুল হক আমিনী ইত্তেফাককে জানান, কওমী মাদ্রাসার শিক্ষার স্বীকৃতি তাদের দাবি এবং তারা এজন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। পাশাপাশি দেশে একটি স্বতন্ত্র আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিকেও তারা সমর্থন করে আসছেন। তিনি বলেন, ছোট ছোট মক্তব থেকে শুরু করে বড় বড় কওমি মাদ্রাসাসমূহ দেশের পরিচিত স্থানসমূহে গড়ে উঠেছে। কোন গোপন জায়গায় কওমী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়নি। তিনিও দাবি করেন দেশে ছোট-বড় ২০ হাজার কওমী মাদ্রাসা ও এসব প্রতিষ্ঠানে কমবেশী ৫০ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে।

এছাড়া প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে দেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষার্থীরা তাদের ওস্তাদগণের প্রতি অত্যন্ত অনুগত থাকেন এবং দ্বীনের খেদমতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারেও কুণ্ঠাবোধ করেন না।